এক্সপোর্ট ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কীম বিস্তারিত

এক্সপোট ক্রেডিট গ্যারান্টি বিভাগ

সাধারণ বীমা কর্পোরেশন

ঢাকা, বাংলাদেশ।

এক্সপোর্ট ক্রেডিট গ্যারান্টি বিভাগ বাংলাদেশে রপ্তানী ঋণ নিশ্চয়তা প্রদানের একমাত্র প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠান 'নো প্রফিট নো লস' ভিত্তিতে রপ্তানী বৃদ্ধির সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে নিয়োজিত রয়েছে। এই উদ্দেশ্যে ব্যাংক প্রদত্ত রপ্তানী ঋণ ও রপ্তানীকারক কর্তৃক বাকীতে রপ্তানীকৃত পণ্যের মূল্য পরিশোধজনিত ঝুঁকি কভার করার জন্য বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশের এক্সপোর্ট ক্রডিট গ্যারান্টি বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

১) প্রি-শিপমেন্ট এক্সপোর্ট ফাইন্যান্স গ্যারান্টি

(প্রাক-রপ্তানী ঋণ নিশ্চয়তা)

১.১ উদ্দেশ্যঃ

রপ্তানীর উদ্দেশ্যে পণ্য ক্রয়, দ্রব্য-সামগ্রী প্রস্তুত ও পক্রিয়াজাতকরণ, পরিবহন খরচ মেটানো এবং ব্যাক-টু-ব্যাক এলসি খোলার জন্য রপ্তানীকারকদের, বিশেষ করে ক্ষুদ্র ও মাঝারী রপ্তনীকারকগণ যারা কোল্যাটারাল দিতে অক্ষম তারা যাতে ব্যাংক থেকে এ ঋণ সহজে ও উদার শর্তে পেতে পারেন সে জন্য সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের এক্সপোর্ট ক্রেডিট গ্যারান্টি বিভাগ ঋণ দাতা ব্যাংকের জন্য প্রাক-রপ্তানী ঋণ নিশ্চয়তা (প্রি-শিপমেন্ট ফাইন্যান্স গ্যারান্টি) প্রবর্তন করেছে। এ গ্যারান্টি ব্যাংকের নামে প্রতিটি রপ্তানীকারকের হিসেবে পৃথকভাবে ইস্যু করা হয়।

ঋণ গ্রহনকারী রপ্তানীকারক ঋণের টাকা সময়মত পরিশোধ না করলে ব্যাংকের যে ক্ষতি হয় তার একটি বৃহত্তর অংশ ক্ষতিপূরনের নিশ্চয়তা দিয়ে রপ্তানীকারকদের সহজ শর্তে ঋণ প্রদানে ব্যাংককে উৎসাহিত করা এ গ্যারান্টির লক্ষ্য। এ গ্যারান্টি তাই নতুন রপ্তানীকারকদের আরো উদারভাবে ঋণ দিতে এবং বর্তমান রপ্তানীকারকদের আরো বেশী পরিমানে ঋণ মঞ্জুর করতে ব্যাংকারদের উৎসাহিত করবে। বিদেশী ক্রেতার সঙ্গে সম্পাদিত পাকাপাকি বিক্রয় চুক্তি (Confirmed Contract) অথবা অমোচনীয় রপ্তানী ঋণ পত্রের (Irrevocable L/C) বিপরীতে এবং কোন কোন পণ্যের ক্ষেত্রে চুক্তি কিংবা ঋণপত্র ছাড়াই রপ্তানীর উদ্দেশ্যে পণ্য ক্রয়, তৈরী, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও প্যাকিং এবং পরিবহনের কাজে সহায়তার উদ্দেশ্যে প্রদত্ত সমুদয় অগ্রীম এবং/অথবা ঋণের অর্থাৎ প্যাকিং ক্রেডিট, ক্যাশ ক্রেডিট এবং ব্যাক টু ব্যাক এলসির ঝুঁকি আবরণ করার জন্য এ গ্যারান্টি নেয়া যাবে।

১.২ আবরিত ঝুঁকিঃ (Risk Covered)

ক) রপ্তানীকারক দেউলিয়া হয়ে গিয়ে ঋণ পরিশোধ করতে অপারগ হলে,
অথবা

খ) রপ্তানীকারক ডিফল্টার হলে অর্থাৎ ঋণ পরিশোধের নির্দিষ্ট তারিখের ৪(চার) মাসের মধ্যে ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হলে, ঋণদাতা ব্যাংক বা ঋণদাতা প্রতিষ্ঠানের যে আর্থিক ক্ষতি হবে এ গ্যারান্টির আওতায় তার একটি বৃহত্তর অংশ পূরণের নিশ্চয়তা দেয়া হয়।

গ্যারান্টিত ঋণ পরিশোধ বলতে রপ্তানীকারক কর্তৃক ঋণদাতা ব্যাংক অথবা ঋণদাতা প্রতিষ্ঠানের কাছে সংশ্লিষ্ট শিপিং ডকুমেন্টস নির্দিষ্ট তারিখে জমা দেয়ার কথা বোঝানো হয়েছে। এ গ্যারান্টির আওতায় নিম্নবর্ণিত অবস্থায় একজন রপ্তানীকারককে ডিফল্টার হিসেবে গণ্য করা যায় ঃ-

ক) ব্যাংক কর্তৃক ঋণ পরিশোধের চূড়ান্ত নোটিশ ইস্যুর তারিখ থেকে ৪ মাসের মধ্যে রপ্তানীকারক কর্তৃক মেয়াদ উত্তীর্ণ ঋণ পরিশোধে ব্যর্থতা ,

খ) উক্ত রপ্তানীকারককে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্তৃক পুনরায় ঋণ প্রদানে অস্বীকৃতি এবং

গ) খেলাপী ঋণ গ্রহীতার নিকট থেকে ঋণ আদায়ের জন্য ব্যাংক কর্তৃক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ।

১.৩ গ্যারান্টি গ্রহনের প্রক্রিয়া (How to Obtain Guarantee)

ক) ব্যাংককে প্রত্যেক রপ্তানীকারকের জন্য পৃথকভাবে ৫০ টাকা ফি সহ প্রস্তাবপত্র যথাযথভাবে পূরণ এবং ক্ষমতা প্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক স্বাক্ষর করতঃ দাখিল করতে হবে। (এ উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট প্রস্থাবপত্র ইসিজি বিভাগ কর্তৃক সকল বাণিজ্যিক ব্যাংককে সরবরাহ করা হয়) উক্ত প্রস্তাবপত্রে ব্যাংক কর্তৃক রপ্তানীকারক সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করতে হয়।

খ) ব্যাংকের প্রস্তাব বিবেচনার জন্য ইসিজি বিভাগ প্রয়োজনবোধে রপ্তানীকারকের অফিস, কারখানা এবং গোডাউন পরিদর্শন করতে পারবে এবং এ জন্য ব্যাংক ও রপ্তানীকারক প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবে।

গ) দাখিলকৃত প্রস্তাবটি এক্সপোর্ট ক্রেডিট গ্যারান্টি বিভাগ এর নিকট গ্রহণযোগ্য হলে প্রাক-রপ্তানী ঋণ নিশ্চয়তা (প্রি-শিপমেন্ট ফাইন্যান্স গ্যারান্টি) ইস্যু করা হয়।

ঘ) প্রি-শিপমেন্ট ফাইন্যান্স গ্যারান্টি (প্রাক-রপ্তানী ঋণ নিশ্চয়তা) সাধারণতঃ এক বৎসর মেয়াদের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের নামে ইস্যু করা হয়ে থাকে। গ্যারান্টি মেয়াদে মঞ্জুরকৃত ঋণের সীমা (Credit Limit) ঘুর্ণায়মান চক্র (Revolving) হিসেবে কাজ করে, অর্থাৎ রপ্তানী দলিল পেশের মাধ্যমে ঋণ সমন্বয়ের পর পরই ঋণের সীমা আবার পূর্ব অবস্থায় ফিরে আসে। এ গ্যারান্টি এবং এ প্রসঙ্গে দাখিলকৃত প্রস্তাবপত্র একত্রে এক্সপোর্ট ক্রেডিট গ্যারান্টি বিভাগ এবং প্রস্তাবকারী ব্যাংকের মধ্যে ঋণের গ্যারান্টির একটি আইন সংগত চুক্তিপত্র হিসেবে বিবেচিত হয়। প্রস্তাবপত্র এবং গ্যারান্টিতে ঋণ নিশ্চয়তা কার্জকরী হওয়ার শর্তসমূহ উল্লেখ রয়েছে।

১.৪ প্রিমিয়াম ঃ

এ গ্যারান্টিতে প্রিমিয়ামের হার প্রতি একশ টাকার জন্য প্রতি মাসে ১০ পয়সা মাত্র। অনুমোদিত ক্রেডিট লিমিট যাই থাকুক না কেন প্রতি মাসের যে কোন দিনে রপ্তানীকারকের নামে সর্বোচ্চ যে ঋণ ব্যাংকের পাওনা থাকে তার অপর এ হার প্রয়োগ করে প্রিমিয়াম নির্ধারণ করা হয়।

১.৫ দাবীর প্রাথমিক নোটিশঃ

গ্যারান্টির আওতায় দাবীর সম্ভাবনা দেখা দিলে অথবা রপ্তানীকারক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঋণদাতা ব্যাংকের নিকট শিপিং ডকুমেন্টস জমা দিতে ব্যর্থ হলে ব্যাংক কর্তৃক ২০ (বিশ) দিনের মধ্যে অবশ্যই ইসিজি বিভাগের নিকট দাবীর প্রাথমিক নোটিশ দিতে হবে এবং ক্ষতি হ্রাসের ব্যবস্থা নিতে হবে।

১.৬ ক্ষতিপূরণের আনুপাতিক হারঃ

রপ্তানীকারক ঋণদাতা ব্যাংকের কাছে যথাসময়ে রপ্তানীসংক্রান্ত দলিল পত্র জমা না দিলে এ গ্যারান্টির আওতায় ব্যাংককে ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে। রপ্তানীকারকের কাছ থেকে ঋণ বাবদ যে টাকা পাওনা থাকবে এক্সপোর্ট ক্রেডিট গ্যারান্টি বিভাগ এর ক্ষতিপূরণ দানের অংশ হবে সে পাওনা শতকরা ৭৫ ভাগ, তবে ক্ষতিপূরণের অংক কোন অবস্থাতেই গ্যারান্টিতে উল্লেখিত সর্বোচ্চ দায়ের (Maximum Liability) সীমা অতিক্রম করবে না।

১.৭ দাবী নিষ্পত্তির সময়সীমাঃ

ক) ঋণ গ্রহীত দেউলিয়া হয়ে গেলে তার দেউলিয়াত্ব প্রমাণিত হওয়ার পর এবং/অথবা

খ) ঋণ গ্রহণকারী সময় মতো ঋণ পরিশোধ না করলে সে ঋণ পরিশোধের জন্য নির্দিষ্ট তারিখের ৪ (চার) মাস পরে ব্যাংকের ক্ষতিপূরণ করা হবে।

গ) কিছু শর্ত পূরণ স্বাপেক্ষে রপ্তানীকারকের হিসাবে ওভারডিউ পর্যায়েও দাবী পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।

এখানে উল্লেখ্য যে, ব্যাংকের অবহেলার কারণে ঋণ সমন্বিত না হলে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে না।

১.৮ দাবী সম্পর্কিত কমিটিঃ

অর্থ মন্ত্রনালয় কর্তৃক গঠিত দশ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি ইসিজির দাবী নিষ্পত্তি করে থাকে। ইসিজি বিভাগ শুধুমাত্র দাবী সম্পর্কীয় কাগজপত্র প্রসেস করে। উক্ত কমিটিতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক, বাণিজ্যিক ব্যাংক, এফবিসিসিআই, রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রনালয়ের প্রতিনিধি রয়েছে।

১.৯ পরিশোধিত দাবীর বিপরীতে পুনঃপ্রাপ্তিঃ (Recovery)

দাবী নিষ্পত্তির পর খেলাপী ঋণ আদায়ের লক্ষ্যে ব্যাংক কর্তৃক সর্বাত্মক পদক্ষেপ (প্রয়োজন বোধে আইনগত ব্যবস্থাসহ) গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আদায়ের খরচ বাদ দেয়ার পরে আদায়কৃত টাকার শতকরা ৭৫ ভাগ ইসিজি বিভাগে ফেরত দিতে হবে।

১.১০ ওভারডিউ পর্যায়ে পরিশোধিত দাবীর ক্ষেত্রেঃ

ওভারডিউ পর্যায়ে পরিশোধিত দাবীর ক্ষেত্রে রপ্তানীকারকের পরবর্তী রপ্তানী বিল হতে ৫% হারে কর্তন করে অবশ্যই ইসিজি বিভাগে ফেরত দিতে হবে।

১.১১ ব্যাংকের করণীয় কাজঃ

প্রাক-রপ্তানী ঋণ নিশ্চয়তা চুক্তি চালু রাখার স্বার্থে ব্যাংকের নিম্ন লিখিত কর্তব্যসমূহ পালন করা আবশ্যকঃ

ক) প্রতি মাসে নিশ্চয়তাপ্রাপ্ত রপ্তানীকারকের অনুকূলে প্রদত্ত ঋণ এবং সমন্বিত ঋণের বিররণ তারিখ অনুযায়ী একটি ঘোষনাপত্রে লিপিবদ্ধ করে (নির্দিষ্ট ছকে) প্রিমিয়ামসহ পরবর্তী মাসের ১০ তারিখে অথবা পূর্বে অবশ্যই এক্সপোর্ট ক্রেডিট গ্যারান্টি বিভাগের কাছে দাখিল করতে হবে।

খ) ঋণ মঞ্জুরীর ক্ষেত্রে ব্যাংক তার স্বাভাবিক নিয়মকানুন অবশ্যই মেনে চলবে এবং নিয়মিত প্রদত্ত ঋণের তত্ত্বাবধান করবে।

গ) এক্সপোর্ট ক্রেডিট বিভাগের অনুমোদন ছাড়া প্রদত্ত প্রাক-রপ্তানী ঋণের কোন শর্ত পরিবর্তন, পরিবর্ধন কিংবা শিথিল করা যাবে না।

ঘ) গ্যারান্টির আওতায় ব্যাংকের কোন ক্ষতির সম্ভাবনা দেখা দিলে তা ২০ দিনের মধ্যে ইসিজি বিভাগকে লিখিতভাবে জানাতে হবে এবং ক্ষতির পরিমান হ্রাসের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

ঙ) গ্যারান্টি মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পরও গ্যারান্টির আওতায় প্রদত্ত ঋণের ঝুঁকি আবরিত থাকে বিধায় উক্ত ঋণ পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত মাসিক ঘোষনাপত্র ও প্রিমিয়াম জমা দিতে হবে।

১.১২ বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ

- প্রিমিয়াম এবং প্রস্তাব ফি'র জন্য নগদ টাকা গ্রহণ করা হয় না। সকল টাকা ইসিজি বিভাগের অনুকূলে পে-অর্ডার/ডিডি'র মাধ্যমে প্রেরণ করতে হবে।

- ব্যাংক কর্তৃক গ্যারান্টির শর্ত ভঙ্গ করা হলে, যেমন সময়মত মাসিক ঘোষনাপত্র ও প্রিমিয়াম জমা দেয়া না হলে, গ্যারান্টির আওতায় ইসিজি'র কোন দায় থাকবে না।

- অগ্নি, নৌ, দুর্ঘটনা ইত্যাদি বাণিজ্যিক বীমাসমূহের আওতাভুক্ত ক্ষতিসমূহ এ গ্যারান্টির আওতায় পড়বে না।

- গ্যারান্টি কার্যকরী হওয়ার পূর্বে এবং গ্যারান্টির মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পরে ব্যাংক প্রদত্ত ঋণের কোন ঝুঁকি এ গ্যারান্টির আওতায় পড়বে না।

- গ্যারান্টির আওতায় ঝুঁকি নির্ণয়ে সহায়ক এমন কোন তথ্য ইচ্ছাকৃতভাবে গোপন রাখলে অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল তথ্য প্রদান করলে দাবী সরাসরি নাকচ হয়ে যাবে, এমনকি দাবী পরিশোধের পরেও সংশ্লিষ্ট ব্যাংক পরিশোধিত অর্থ উক্ত কারনে ইসিজি বিভাগকে ফেরত দিতে বাধ্য থাকবে।

২) পোষ্ট শিপমেন্ট এক্সপোর্ট ফাইন্যান্স গ্যারান্টি (রপ্তানী-উত্তর ঋণ নিশ্চয়তা)

এ গ্যারান্টি ঋণদাতা ব্যাংকের নামে ইস্যু করা হয়। পোষ্ট শিপমেন্ট ফাইন্যান্স গ্যারান্টি এমনভাবে প্রণীত হয়েছে যা বাণিজ্যিক ব্যাংক সমূহকে রপ্তানী বিল বাট্টাকরণ, বিল ক্রয়, বিল নেগোশিয়েসন কিংবা রপ্তানীকারককে রপ্তানী-উত্তর অগ্রীম প্রদান হতে উদ্ভুত ঝুঁকির নিরাপত্তা প্রদান করে থাকে। এ গ্যারান্টি রপ্তানী-উত্তর পর্যায়ে রপ্তানীকারকদের আরো উদারভাবে ঋণ দিতে ব্যাংকারদের উৎসাহিত করে।

রপ্তানীকারকগণ সাধারণতঃ তখনই রপ্তানী-উত্তর ঋণ সমন্বয় করতে ব্যর্থ হন যখন বিদেশী ক্রেতা বাকীতে রপ্তানীকৃত পণ্যের মূল্য পরিশোধে ব্যর্থ হন। এ অবস্থায় ব্যাংক সমূহ রপ্তানী-উত্তর পর্যায়ে প্রদত্ত ঋণ আদায় করতে সক্ষম হয় না, যদি না রপ্তানীকারকগণ তাদের নিজস্ব তহবিল হতে ঋণ সমন্বয়ের উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

এক্সপোর্ট ক্রেডিট গ্যারান্টি বিভাগ হতে রপ্তানী-উত্তর ঋণের জন্য যে গ্যারান্টি ইস্যু করা হয় সে গ্যারান্টির আওতায় উক্ত রপ্তানী-উত্তর ঋণ সমন্বিত না হলে উদ্ভুত ক্ষতির একটি বড় অংশ ক্ষতিপূরণ হিসেবে দেয়ার নিশ্চয়তা দেয়া হয়। এ জন্যই এক্সপোর্ট ক্রেডিট গ্যারান্টি বিভাগ এর রপ্তানী-উত্তর ঋণ নিশ্চয়তাকে বাণিজ্যিক

ব্যাংক সমূহের সরবরাহকৃত রপ্তানী-উত্তর ঋণের ক্ষেত্রে একটি উৎকৃষ্ট নিরাপত্তা ব্যবস্থা হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে।

২.১ উদ্দেশ্যঃ

রপ্তানী কার্যক্রম চালু রাখার নিমিত্তে চলতি মূলধনের স্বল্পতা দূরীকরণের জন্য রপ্তানীকারকগণ রপ্তানী-উত্তর পর্যায়ে বাণিজ্যিক ব্যাংক সমূহ হতে আর্থিক সহায়তা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। কিছু কিছু ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক ব্যাংক সমূহের রপ্তানী-উত্তর ঋণ সহায়তা ছাড়া ছোট ছোট রপ্তানীকারকদের পক্ষে বিদেশী ক্রেতার নিকট বাকীতে পণ্য রপ্তানী করা কিংবা একটি রপ্তানী ফরমায়েশ এর বিপরীতে পণ্য রপ্তানীর পরে অন্য আরেকটি রপ্তানী চুক্তি/এলসি'র বিপরীতে পণ্য রপ্তানী করা সম্ভব হয় না। এ ক্ষেত্রে রপ্তানীকারককে অবশ্যই পূর্বের রপ্তানীর মূল্য না আসার পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। এ অবস্থায় রপ্তানী ঋণ নিশ্চয়তা(রপ্তানী-উত্তর) একদিকে যেমন রপ্তানীকারকদেরকে রপ্তীর পরেও নিশ্চয়তা প্রদানের মাধ্যমে আবার ঋণ পেতে সহায়তা করে, অন্য দিকে রপ্তানী-উত্তর পর্যায়ে বাণিজ্যিক ব্যাংক সমূহ রপ্তানীকারককে যে অগ্রীম প্রদান করে তা ফেরৎ পাওয়ার নিশ্চয়তা প্রদান করে উদারভাবে রপ্তানী-উত্তর ঋণ প্রদানে ব্যাংককে উৎসাহিত করে থাকে।

২.২ গ্যারান্টির আওতা ঃ (Coverage)

গ্যারান্টি মেয়াদে রপ্তানী বিল নেগোসিয়েট, ক্রয়, ডিসকাউন্ট এর মাধ্যমে অথবা রপ্তানী বিলের বিপরীতে ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত ঋণ/অগ্রিমের ঝুঁকি কভার করা হয়।

২.৩ গ্যারান্টি গ্রহণের প্রক্রিয়াঃ (How to Obtain Guarantee)

ক) ব্যাংককে প্রত্যেক রপ্তানীকারকদের জন্য পৃথকভাবে ৫০ টাকা ফি সহ প্রস্তাবপত্র যথাযথভাবে পূরণ এবং ক্ষমতা প্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক স্বাক্ষর করতঃ দাখিল করতে হবে। (এই উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট প্রস্তাবপত্র সকল বাণিজ্যিক ব্যাংকে সরবরাহ করা হয়)।

খ) এই প্রস্তাবপত্রে রপ্তানীকারক সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করতে হয়। রপ্তানী ঋণ নিশ্চয়তা (রপ্তানী-উত্তর) সাধারণতঃ এক বৎসর মেয়াদের জন্য ইস্যু করা হয়ে থাকে।

গ) গ্যারান্টির আওতায় মঞ্জুরকৃত ঋণের সীমা (Credit Limit) ঘুর্ণায়মান চক্র(রিভলভিং) হিসেবে কাজ করে, অর্থাৎ ঋণ সমন্বয়ের পর পরই ঋণের সীমা আবার পূর্ব অবস্থায় ফিরে আসে।

ঘ) দাখিলকৃত প্রস্তাবটি এক্সপোর্ট ক্রেডিট গ্যারান্টি বিভাগের নিকট গ্রহণযোগ্য হলে রপ্তানী-উত্তর ঋণ নিশ্চয়তা (গ্যারান্টি) ইস্যু করা হয়। এ গ্যারান্টি এবং এ প্রসঙ্গে দাখিলকৃত প্রস্তাবপত্র একত্রে এক্সপোর্ট ক্রেডিট গ্যারান্টি বিভাগ এবং প্রস্তাবকারী ব্যাংক এর মধ্যে ঋণ গ্যারান্টি একটি আইন সংগত চুক্তিপত্র হিসেবে বিবেচিত হয়। গ্যারান্টি এবং প্রস্তাবপত্রে ঋণ নিশ্চয়তা কার্যকরী হওয়ার শর্ত সমূহের উল্লেখ রয়েছে।

ঙ) রপ্তানী চুক্তির (Contract) বিপরীতে ব্যাংক প্রদত্ত রপ্তানী-উত্তর ঋণের ঝুঁকি আবরণ করার জন্য ব্যাংক যদি পোষ্ট-শিপমেন্ট গ্যারান্টি নিতে আগ্রহী হন তবে সে ক্ষেত্রে উক্ত গ্যারান্টির প্রস্তাব বিবেচনার পূর্বে রপ্তানীকারককে অবশ্যই এক্সপোর্ট পেমেন্ট রিস্ক পলিসি(কমপ্রিহেনসিভ গ্যারান্টি) নিতে হবে।

২.৪ আবরিত ঝুঁকিঃ (Risk Covered)

নিম্ন লিখিত কারণে যদি রপ্তানীকারক রপ্তানী-উত্তর ঋণ সমন্বয়ে ব্যর্থ হয় তবে ব্যাংকের প্রকৃত ক্ষতি নির্ধারণ পূর্বক ক্ষতি পূরণ দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়ঃ

ক) রপ্তানীকারক দেউলিয়া হয়ে ঋণ পরিশোধে অপারগ হলে, বা

খ) রপ্তানীকারক যথাসময়ে ঋণ সমন্বয়ে ব্যর্থ হলে।

এখানে উল্লেখ্য যে, ব্যাংকের অবহেলার কারণে ঋণ সমন্বিত না হলে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দেয়া হয় না।

২.৫ প্রিমিয়ামঃ

মাসের যে কোন দিনের সর্বোচ্চ বকেয়ার উপর শতকরা ০.০৫ টাকা হারে প্রতি মাসে ঘোষনাপত্রের সাথে প্রদান করতে হবে।

২.৬ দাবী নিস্পত্তির সময়সীমাঃ

ক) যদি রপ্তানীকারক দেউলিয়া হয় তবে দেউলিয়া ঘোষনার ১ মাস পরে অথবা ঋণ পরিশোধের নির্দিষ্ট তারিখের ৪ মাস পরে তুলনামূলকভাবে যেটি আগে।

খ) যদি রপ্তানীকারক যথাসময়ে ঋণ পরিশোধ না করেন তবে ঋণ পরিশোধের জন্য নির্দিষ্ট তারিখের ৪ মাস পরে ব্যাংকের ক্ষতিপূরণ করা হবে।

গ) কিছু শর্ত পূরণ স্বাপেক্ষে রপ্তানীকারকের হিসাবে ওভারডিউ পর্যায়েও দাবী পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।

২.৭ ক্ষতিপূরণের আনুপাতিক হারঃ

রপ্তানী ঋণ নিশ্চয়তা (রপ্তানী-উত্তর) এর আওতায় সাধারণতঃ মোট ক্ষতির সর্বোচ্চ শতকরা ৭৫ ভাগ ক্ষতিপূরণ দেয়া হয় এবং বাকী শতকরা ২৫ ভাগ ক্ষতি ব্যাংককে বহন করতে হয়। তবে ক্ষতি পূরণের অংশ কোন অবস্থাতেই পলিসিতে উল্লেখিত সর্বোচ্চ দায়ের সীমা অতিক্রম করবে না।

২.৮ দাবীর প্রাথমিক নোটিসঃ

ক্ষতি সংগঠিত হওয়ার পর পরই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ইসিজি বিভাগে দাবীর প্রাথমিক নোটিশ দিতে হবে।

২.৯ দাবী সম্পর্কিত কমিটিঃ

অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত দশ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি ইসিজির দাবী নিস্পত্তি করে থাকে। ইসিজি বিভাগ শুধুমাত্র দাবী সম্পর্কীয় কাগজপত্র প্রসেস করে। উক্ত কমিটিতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক, এফবিসিসিআই, বাণিজ্যিক ব্যাংক, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি রয়েছেন।

২.১০ পরিশোধিত দাবীর বিপরীতে পুনঃপ্রাপ্তি ঃ (Recovery)

দাবী নিষ্পত্তির পর খেলাপী ঋণ আদায়ের লক্ষ্যে ব্যাংক কর্তৃক সর্বাত্মক পদক্ষেপ (প্রয়োজন বোধে আইনগত ব্যবস্থাসহ) গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আদায়ের খরচ বাদ দেয়ার পরে আদায়কৃত টাকার শতকরা ৭৫ ভাগ ইসিজি বিভাগে ফেরত দিতে হবে।

২.১১ ওভারডিউ পর্যায়ে পরিশোধিত দাবীর ক্ষেত্রেঃ

ওভারডিউ পর্যায়ে পরিশোধিত দাবীর ক্ষেত্রে রপ্তানীকারকের পরবর্তী রপ্তানী বিল হতে ৫% তারে কর্তন করে অবশ্যই ইসিজি বিভাগে ফেরত দিতে হবে।

২.১২ বাংকের করনীয় কাজসমূহঃ

রপ্তানী ঋণ নিশ্চয়তা(রপ্তানী-উত্তর) চালু রাখার স্বার্থে ব্যাংকের নিম্ন লিখিত কর্তব্যসমূহ পালন করা আবশ্যকঃ

ক) প্রতি মাসে নিশ্চয়তাপ্রাপ্ত রপ্তানীকারকের অনুকূলে প্রদত্ত ঋণ এবং সমন্বিত ঋণের বিবরণ তারিখ অনুযায়ী একটি ঘোষনাপত্রে (নির্দিষ্ট ছকে) লিপিবদ্ধ করে প্রিমিয়াম সহ পরবর্তী মাসের ১০ তারিখে অথবা পূর্বে অবশ্যই এক্সপোর্ট ক্রেডিট গ্যারান্টি বিভাগ-এর কাছে দাখিল করতে হবে।

খ) ঋণ মঞ্জুরীর ক্ষেত্রে ব্যাংক তার স্বাভাবিক নিয়মকানুন অবশ্যই মেনে চলবে এবং নিয়মিত প্রদত্ত ঋণের তত্ত্বধান করবে।

গ) এক্সপোর্ট ক্রেডিট গ্যারান্টি বিভাগের অনুমোদন ছাড়া প্রদত্ত রপ্তানী-উত্তর ঋণের কোন শর্ত পরিবর্তন, পরিবর্ধন কিংবা শিথিল করা যাবে না।

ঘ) যদি উক্ত হিসাবে কোন রকম অনিয়ম দেখা দেয় তবে তা সঙ্গে সঙ্গে ইসিজি বিভাগকে জানাতে হবে এবং ক্ষতির পরিমান হ্রাসের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

ঙ) দাবীর টাকা পরিশোধের পরে ক্ষতির অর্থ পুণরুদ্ধারের সম্ভাব্য প্রচেষ্টা চালাতে হবে। ক্ষতির অর্থ পুণরুদ্ধার সম্ভব হলে আদায়ের খরচ বাদ দেয়ার পরে তিন চতুর্থাংশ টাকা অত্র বিভাগে ফেরৎ দিতে হবে।

২.১৩ বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ

- প্রিমিয়াম এবং প্রস্তাব ফি'র জন্য নগদ টাকা গ্রহণ করা হয় না, সকল টাকা সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের এক্সপোর্ট ক্রেডিট গ্যারান্টি বিভাগের অনুকূলে পে-অর্ডার/ডিডি'র মাধ্যমে প্রেরণ করতে হয়।

- ব্যাংক কর্তৃক গ্যারান্টির শর্ত ভঙ্গ করা হলে, যেমন সময়মত মাসিক ঘোষনাপত্র ও প্রিমিয়াম জমা দেওয়া না হলে গ্যারান্টি আওতায় ইসিজি'র কোন দায় থাকবে না।

- গ্যারান্টি কার্যকরী হওয়ার পূর্বে এবং গ্যারান্টি মেয়াদ উর্ত্তীর্ণ হওয়ার পরে ব্যাংক প্রদত্ত ঋণের কোন ঝুঁকি এ গ্যারান্টির আওতায় পড়বে না।

- অগ্নি, নৌ, দুর্ঘটনা ইত্যাদি বাণিজ্যিক বীমা সমূহের আওতাভুক্ত ক্ষতিসমূহ এ গ্যারান্টি আওতায় পরবে না।

- গ্যারান্টির আওতায় ঝুঁকি নির্ণয়ে সহায়ক এমন কোন তথ্য ইচ্ছাকৃতভাবে গোপন রাখলে অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল তথ্য প্রদান করলে দাবী সরাসরি নাকচ হয়ে যাবে এবং এমনকি দাবী পরিশোধের পরেও পরিশোধিত অর্থ উক্ত কারণে ইসিজি বিভাগে ফেরৎ দিতে বাধ্য থাকবে।

৩) এক্সপোর্ট পেমেন্ট রিস্ক পলিসি
(কমপ্রিহেনসিভ গ্যারান্টি)

৩.১ উদ্দেশ্য ঃ

বর্তমানে আন্তর্জাতির বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রায় সকল প্রকার ক্রয়-বিক্রয়ই বাকীতে বা ধারে হয়ে থাকে। বাকীতে পণ্য বিক্রয় অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ, বিশেষ করে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে যেখানে ক্রেতা বিক্রেতা একই দেশের অধিবাসী নন এবং তাঁদের মধ্যে সরাসরি যোগযোগও অনেক সময় থাকে না। বর্তমানে প্রতিযোগিতামূলক আন্তর্জাতিক বাজারে ব্যবসা চালিয়ে যেতে হলে এবং নতুন ও ঝুঁকিপূর্ণ বাজারে প্রবেশ করতে হলে রপ্তানীকারকে অস্বাভাবিক ঝুঁকি নিয়েই বাকীতে পণ্য বিক্রয় করতে হয়। কিন্তু সব রপ্তানীকারকের পক্ষে এই সব ঝুঁকি নিয়ে ব্যবসা করা সম্ভব নয়, যদি না এসব ঝুঁকি থেকে উদ্ভূত ক্ষয়ক্ষতি পূরনের ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়। তাই বৈদেশিক বাণিজ্যে ক্ষেত্রে বাকীতে বিক্রিত পণ্যের মূল্য প্রাপ্তির অনিশ্চয়তা জনিত ক্ষতির ঝুঁকির জন্য রয়েছে এক্সপোর্ট পেমেন্ট রিস্ক পলিসি।

বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক উভয় ধরনের ঝুঁকির জন্যই এ পলিসি রপ্তানীকারককে ক্ষতি পূরণের ব্যাপক নিশ্চয়তা প্রদান করে। এটি সরাসরি রপ্তানীকারী প্রতিষ্ঠানের নামে ইস্যু করা হয়, তবে এ পলিসির স্বত্ব ব্যাংকের নিকট হস্তান্তর করে ব্যাংক থেকে সহজেই ঋণ নেয়া যায়।

৩.২ আবরিত ঝুঁকি ঃ (Risk Covered)

নিম্নলিখিত ঝুঁকি সমূহ এ পলিসির আওতায় কভার করা হয়ঃ-

৩.৩ বাণিজ্যিক ঝুঁকিঃ (Commercial Risks)

- বিদেশী ক্রেতা হঠাৎ দেউলিয়া হয়ে রপ্তানীকারকের পণ্যের মূল্য পরিশোধে অক্ষম হলে,
- পণ্য বুঝে পেয়েও মূল্য পরিশোধের নির্দিষ্ট তারিখ হতে ৪ মাসের মধ্যে ক্রেতা মূল্য পরিশোধে ব্যর্থ হলে,
- বিদেশী ক্রেতা যদি সরকারী বিভাগ হয় অথবা সরকার কর্তৃক গ্যারান্টি প্রাপ্ত হয় তবে রপ্তানীকারকের কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি না থাকা সত্বেও প্রেরিত পণ্য গ্রহণে ক্রেতা অসম্মতি জ্ঞাপন করলে।

৩.৪ রাজনৈতিক ঝুঁকিঃ (Political Risks)

- ক্রেতার দেশে আকস্মিক কোন যুদ্ধ-বিগ্রহ, বিপ্লব, সামরিক অভ্যুত্থান কিংবা- দাংগা- হাংগামার কারণে ক্রেতা পণ্যের মূল্য পরিশোধে অপারগ হলে।

- ক্রেতার দেশের সরকার কর্তৃক যদি দেশের বাইরে বৈদেশিক মুদ্রার দেনা পরিশোধের ব্যাপারে হঠাৎ কোন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয় কিংবা লেনদেন স্থগিত রাখার নির্দেশ জারী করা হয় অথবা অন্য এমন কোন ব্যবস্থা গ্রহন করা হয় যার ফলে পণ্যের মূল্য পরিশোধে বিলম্ব হয় বা তা আটকা পড়ে যায়।

- ক্রেতার দেশের সরকার যদি তাঁদের দেশের আমদানীর উপর হঠাৎ কোন বিধিনিষেধ আরোপ করেন কিংবা চলতি আমদানী লাইসেন্সগুলো বাতিল করে দেয় এবং তার জন্য যদি রপ্তানীকারক রপ্তানীকৃত পণ্যের মূল্য হতে বঞ্চিত হয়।

- রপ্তানীকৃত পণ্য বহনকারী জাহাজ হঠাৎ কোথাও বাধা পাওয়ার কারনে কিংবা তার গতি পথ পরিবর্তনে বাধ্য হওয়ার কারনে যদি রপ্তানীকারকের পরিবহন খরচ অথবা বীমা খরচ বেড়ে যায় এবং সে বাড়তি ব্যয় ক্রেতার নিকট হতে আদায় করা সম্ভব না হয়।

- রপ্তানীকৃত পণ্যের ব্যাপারে যদি বাংলাদেশের বাইরে এমন কোন দুর্ঘটনা ঘটে বা এমন কোন ক্ষতি হয়ে যায় বা নিবারণ বা নিয়ন্ত্রণ করা রপ্তানীকারকের অথবা ক্রেতার সাধ্যের বাইরে থাকে এবং সে ক্ষতি যদি স্বাভাবিকভাবে কোন বাণিজ্যিক বীমার আওতায় না পড়ে, তবে পলিসিতে উল্লেখিত হারে ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে।

৩.৫ ঋণ ব্যবস্থাপনাঃ (Credit Management)

এক্সপোর্ট ক্রেডিট গ্যারান্টি বিভাগ আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাতি সম্পন্ন ক্রেডিট রিপোর্টিং এজেন্সীর মাধ্যমে বিদেশী ক্রেতাদের ঋণ পরিশোধ ক্ষমতা ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয় সম্পর্কে খোঁজ খবর নিতে সক্ষম, যা রপ্তানীকারককে বাকীতে পণ্য বিক্রয়ের ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে।

৩.৬ পলিসির আওতাঃ (Coverage)

বিদেশী ক্রেতার সঙ্গে পাকাপাকিভাবে সম্পাদিত বিক্রয় চুক্তি (Confirmed Sale Contract) অথবা অপরিবর্তনীয় রপ্তানী ঋণ পত্রের (Irrevocable L/C) মাধ্যমে রপ্তানীকৃত পণ্যের মূল্য পরিশোধজনিত ঝুঁকি এই পলিসির আওতায় কভার করা হয়।

৩.৭ পলিসি গ্রহণের প্রক্রিয়াঃ (How to Obtain Policy)

রপ্তানীকারক পলিসি লাভের জন্য একটি নির্দিষ্ট ছকে (ইসিজি বিভাগ কর্তৃক সরবরাহকৃত ফরম যথাযথভাবে পূরণ পূর্বক স্বাক্ষর, সীলমোহর ও তারিখ সহকারে) এ বিভাগে প্রস্তাব দাখিল করবেন। প্রস্তাবপত্রে প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রিমিয়ামের হার, সর্বাধিক দায়, সর্বনিম্ন (মিনিমাম) ডিপোজিট প্রিমিয়াম এবং পলিসি ফি উল্লেখ করে কোটেশন জারী করা হবে। কোটেশন যদি রপ্তানীকারকের নিকট গ্রহণযোগ্য হয় তবে একটি নির্দিষ্ট ফরমে তাঁর সম্মতি সহ উল্লেখিত সর্বনিম্ন (মিনিমাম) ডিপোজিট প্রিমিয়াম এবং পলিসি ফি জমা দেবেন। তারপর রপ্তানীকারকের নামে পলিসি ইস্যু করা হবে।

ক্রেডিট লিমিট অনুমোদন ঃ (Credit Limit Approval)

অপরিবর্তনীয় ঋণপত্র ব্যতিরেকে চুক্তির আওতায় রপ্তানীর ক্ষেত্রে প্রতিটি ক্রেতার বিপরীতে ২,০০০/= টাকা ফি সহ ক্রেডিট লিমিট অনুমোদনের জন্য নির্দিষ্ট ফরমে আবেদন পেশ করতে হবে। আবেদন পত্র পাওয়ার সাথে সাথে ইসিজি বিভাগ উক্ত ক্রেতার আর্থিক সততা এবং ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা সম্পর্কে আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন ক্রেডিট রিপোর্টিং এজেন্সী থেকে ক্রেডিট রিপোর্ট সংগ্রহের উদ্যোগে গ্রহন করবে। তবে এ রিপোর্ট সংগ্রহ করে ক্রেডিট লিমিট অনুমোদন দিতে তিন হতে চার সপ্তাহ সময়ের প্রয়োজন হয়। ক্রেডিট

লিমিট অনুমোদনের পূর্বে চুক্তির বিপরীতে রপ্তানীকৃত পণ্যের পেমেন্ট রিস্ক এই পলিসির আওতায় কভার করা হয় না। অতএব, যথাসময়ে ক্রেডিট লিমিট অনুমোদনের জন্য দরখাস্ত পেশ করা বাঞ্চনীয়।

৩.৮ প্রিমিয়াম হারঃ

রপ্তানী বৃদ্ধিতে সহযোগিতার লক্ষ্যে এ পলিসির প্রিমিয়ামের হার খুবই কম রাখা হয়েছে। প্রিমিয়ামের হার রপ্তানীর টার্মস অব পেমেন্ট, ক্রেতার ওপর সংগ্রহীত ক্রেডিট রিপোর্ট এবং ক্রেতার দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার উপর নির্ভরশীল। এলসি'র ক্ষেত্রে প্রিমিয়ামের হার সর্বনিম্ন ০.১২৫ এবং সর্বোচ্চ ০.৬৫%, চুক্তির ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন ০.৪০% এবং সর্বোচ্চ ২.০০%। তবে এই হার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে পরিবর্তনশীল।

৩.৯ মাসিক ঘোষনাঃ (Monthly Declaration)

রপ্তানীকারক নির্দিষ্ট ছকে (ইসিজি বিভাগ কর্তৃক সরবরাহকৃত ফর্মে) প্রতি মাসের ঘোষনা স্বাক্ষর ও সীল-মোহর করতঃ পরবর্তী মাসের ১০ তারিখের মধ্যে ইসিজি বিভাগে জমা দেবেন। উক্ত ঘোষনায় সংশ্লিষ্ট মাসে রপ্তানীকৃত পণ্যের বিবরণ এবং কোটেশনে উল্লেখিত হারে প্রিমিয়াম হিসাব করে দেখাতে হবে। মিনিমাম ডিপোজিট প্রিমিয়াম নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার পর মাসিক ঘোষনার সঙ্গে দেয় প্রিমিয়ামও জমা দিতে হবে। উল্লেখ্য পলিসি মেয়াদে বীমা গ্রহীতা কর্তৃক রপ্তানীকৃত সকল পণ্যের বিবরণ মাসিক ঘোষণাপত্রে যথাসময়ে অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে। কোন মাসে রপ্তানী না হলে উক্ত মাসে শূণ্য ঘোষণাপত্র দাখিল করতে হবে।

৩.১০ দাবীর প্রাথমিক নোটিশঃ

পলিসির আওতায় দাবীর আশংকা দেখা দিলে অথবা বিদেশী ক্রেতা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রপ্তানী বিল পরিশোধে ব্যর্থ হলে রপ্তানীকারক কর্তৃক ৩০ দিনের মধ্যে অবশ্যই ইসিজি বিভাগে দাবীর প্রাথমিক নোটিশ দিতে হবে এবং সম্ভাব্য ক্ষতি হ্রাসের ব্যবস্থা নিতে হবে।

৩.১১ ক্ষতিপূরণের হারঃ

এ পলিসির আওতায় রপ্তানীকারককে ওপরে বর্ণিত বাণিজ্যিক ঝুঁকির জন্য ক্ষতির শতকরা ৮৫ ভাগ এবং রাজনৈতিক ঝুঁকির জন্য ক্ষতির শতকরা ৯৫ ভাগ হারে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, এ ক্ষেত্রে মোট ক্ষতি এ বিভাগ হতে অনুমোদিত সর্বাধিক দায় (maximum liability) এবং প্রতিটি ক্রেতার ওপর অনুমোদিত ঋণ সীমা (approved credit limit) দ্বারা সীমাবদ্ধ থাকবে।

পণ্যের পরিমানগত বা গুনগত বিরোধ বা রপ্তানীকারক কর্তৃক চুক্তির কোন শর্ত ভঙ্গজনিত কারণে উদ্ভুত ক্ষতি এ পলিসির আওতায় পড়বে না।

৩.১২ দাবী নিষ্পত্তির সময়সীমাঃ

দাবী নিষ্পত্তির সময়সীমা ক্ষতির কারণের উপর নির্ভর করে। উদাহরণস্বরুপ, বিদেশী ক্রেতা যদি দেউলিয়া হয়ে যায়, সে ক্ষেত্রে তার দেউলিয়াত্ব প্রমানের সংগে সংগেই রপ্তানীকারককে ক্ষতিপূরণের টাকা দেয়া হয়। ক্রেতা পণ্যের মূল্য পরিশোধের নির্ধারিত সময়ের ৪ মাস পরে এবং অন্যান্য সব ক্ষেত্রে ঘটনার ৪ মাস পরে ক্ষতিপূরণের অর্থ দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

৩.১৩ দাবী সম্পর্কিত কমিটিঃ

অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত একটি কমিটি ইসিজির দাবী নিস্পত্তি করে থাকে। ইসিজি বিভাগ শুধুমাত্র দাবী সম্পর্কিত কাগজপত্র প্রসেস করে। উক্ত কমিটিতে সাধারণ বীমা কর্পোরেশন, কেন্দ্রীয় ব্যাংক, বাণিজ্যিক ব্যাংক, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, এফবিসিসিআই, রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি রয়েছেন।

৩.১৪ পরিশোধকৃত দাবীর বিপরীতে অর্থ আদায়ঃ

ক্ষতি সংগঠিত হওয়ার পর রপ্তানীকারককে ক্রেতার নিকট হতে রপ্তানীকৃত পণ্যের মূল্য আদায়ের জোর প্রচেষ্টা চালাতে হবে। প্রয়োজনবোধে আইনের আশ্রয় নিতে হবে। এ ব্যাপারে শৈথিলা দেখা গেলে দাবী নাকচ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

ক্রেতার কাছ থেকে পণ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ সংশ্লিষ্ট খরচ বাদে প্রদত্ত ক্ষতিপূরণের টাকার অনুপাতে (৮৫ঃ১৫/৯৫ঃ৫) এক্সপোর্ট ক্রেডিট গ্যারান্টি বিভাগ এবং রপ্তানীকারকের মধ্যে ভাগাভাগি করা হবে।

৩.১৫ রপ্তানীকারকের করণীয় বিষয়ঃ

এক্সপোর্ট পেমেন্ট রিস্ক পলিসি চালু রাখার স্বার্থে রপ্তানীকারকের নিম্নলিখিত কর্তব্য সমূহ পালন করা আবশ্যকঃ

ক) রপ্তানীর তারিখ অনুযায়ী প্রতিমাসের রপ্তানীর বিবরণ সম্বলিত একটি ঘোষণাপত্র (নির্দিষ্ট ছকে) প্রিমিয়াম সহ পরবর্তী মাসের ১০ তারিখে অথবা তার পূর্বে অবশ্যই এক্সপোর্ট ক্রেডিট গ্যারান্টি বিভাগে জমা দিতে হবে। কোন মাসে রপ্তানী না হলে উক্ত মাসে শূণ্য ঘোষণাপত্র দাখিল করতে হবে।

খ) পণ্য রপ্তানীর ক্ষেত্রে রপ্তানীকারক তার স্বাভাবিক সতর্কতা অবশ্যই পালন করবেন এবং রপ্তানী চুক্তির শর্তসমূহ মেনে চলবেন।

গ) এক্সপোর্ট ক্রডিট গ্যারান্টি বিভাগের অনুমোদন ছাড়া রপ্তানী চুক্তির/ঋণ পত্রের কোন শর্ত পরিবর্তন, পরিবর্ধন কিংবা শিথিল করা চলবে না।

ঘ) যদি রপ্তানী মূল্য যথাসময়ে পাওয়ার ব্যাপারে রপ্তানীকারকের সন্দেহ হয় অথবা তাঁর নিকট কোন অস্বাভাবিক অবস্থা পরিলক্ষিত হয় (যেটা পূর্বে ঘটে) তবে তা ঘটার ৩০ দিনের মধ্যে অবশ্যই ইসিজি বিভাগে জানাতে হবে এবং ক্ষতির পরিমান হ্রাসের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে।

৩.১৬ বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ

- প্রিমিয়াম, পলিসি ফি এবং বি,এল এ ফির জন্য ক্যাশ বা চেক গ্রহন করা হয় না। সকল টাকা সাধারণ বীমা কর্পোরেশন-এর এক্সপোর্ট ক্রেডিট গ্যারান্টি বিভাগের অনুকূলে পে-অর্ডার/ডিডি'র মাধ্যমে প্রেরণ করতে হবে।
- রপ্তানীকারক কর্তৃক পলিসির শর্ত ভঙ্গ করা হলে পলিসির আওতায় ইসিজির কোন দায় থাকবে না।
- রপ্তানীকারক কর্তৃক রপ্তানী চুক্তির শর্ত ভঙ্গজনিত ক্ষতিসমূহ পলিসির আওতায় পরবে না।
- অগ্নি, নৌ, দুর্ঘটনা ইত্যাদি বাণিজ্যিক বীমা সমূহের আওতাভুক্ত ক্ষতিসমূহ এ পলিসির আওতায় পরবে না।

- পলিসির আওতায় ঝুঁকি নির্ণয়ে সহায়ক এমন কোন তথ্য ইচ্ছাকৃতভাবে গোপন রাখলে অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল তথ্য প্রদান করলে দাবী সরাসরি নাকচ হয়ে যাবে এবং এমনকি দাবী পরিশোধের পরেও পরিশোধিত অর্থ উক্ত কারণে ইসিজিকে ফেরৎ দিতে রপ্তানীকারক বাধ্য।

এক্সপোর্ট ক্রেডিট গ্যারান্টি বিভাগ রপ্তানীকারকদের জন্য নিশ্চিতভাবে পণ্য রপ্তানীর এক অপূর্ব সুযোগ সৃষ্টি করছে। এ নিশ্চয়তার আওতায় থেকে পণ্য রপ্তানীর সুযোগ আপনিও গ্রহণ করুন।

বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগযোগ করুন

ঢাকা ঃ এক্সপোর্ট ক্রেডিট গ্যারান্টি বিভাগ
সাধারণ বীমা কর্পোরেশন, সাধারণ বীমা ভবন
৩৩, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা- ১০০০।
মোবাইলঃ +৮৮-০১৯১১ ৪৯৬৭০৬; +৮৮-০১৭১৭ ৩৭৭৮৫০
ফোন ঃ +৮৮-০২-৯৫৬৬১৩২, +৮৮-০২-৯৫৬৬০২৭, +৮৮-০২-৯৫৫৮৭১৮
ফ্যাক্সঃ ৮৮০-২-৯৫৬৩৯৯৭
ওয়েব: www.sbc.gov.bd
ই-মেইল: ecg@sbc.gov.bd
পেইজ: https://www.facebook.com/exportcreditguarantee/

চট্টগ্রাম ঃ এক্সপোর্ট ক্রেডিট গ্যারান্টি বিভাগ
সাধারণ বীমা কর্পোরেশন, সাধারণ বীমা ভবন
শেখ মুজিব রোড, পাঠানটুলি, চট্টগ্রাম।
ফোন ঃ ৭২০৬০৬-৭, ৭২০৭৬৫, ৭১৪৯৭৬
ফ্যাক্সঃ ৯২০৬০৯

খুলনা ঃ এক্সপোর্ট ক্রেডিট গ্যারান্টি বিভাগ
সাধারণ বীমা কর্পোরেশন, সাধারণ বীমা ভবন
খুলনা।
ফোন ঃ ৭৩০৩৮১-৩, ৭২২০৬০
ফ্যাক্সঃ ৭২২০৬০

রাজশাহী ঃ এক্সপোর্ট ক্রেডিট গ্যারান্টি বিভাগ
সাধারণ বীমা কর্পোরেশন, সাধারণ বীমা ভবন
১০৭০/এ গ্রেটার রোড কাজীহাটা, রাজশাহী।
ফোন ঃ ৭৭৫০১০-১১, ৭৭৪৪০১
ফ্যাক্সঃ ৭৭৪৪০১